কাউন্সিলর একরাম হত্যা, সেনা হেফাজতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহ

ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে পৌর কাউন্সিলর একরামুল হককে কথিত ‘ক্রসফায়ারে’ হত্যার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা চার্জশিটভুক্ত আসামি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহ উদ্দিন আহমেদকে সেনা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৭ জুলাই) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহকে কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে বরিশাল সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মিফতাহ উদ্দিন আহমেদ ২০১৮ সালে একরামুল হক হত্যাকাণ্ডের সময় র‍্যাব-৭-এর অধিনায়ক ছিলেন। সে সময় তার পদমর্যাদা ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

টেকনাফের পৌর কাউন্সিলর একরামুল হককে কথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগে মিফতাহ উদ্দিন আহমেদ দেশ-বিদেশে আলোচিত হন। ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা দেয়, তাদের মধ্যে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিফতাহ উদ্দিন আহমেদও ছিলেন। ‘গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি হিউম্যান রাইটস অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট’-এর আওতায় তার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

এর আগে গত রোববার একরামুল হককে ‘ক্রসফায়ারের’ নামে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ আনুষ্ঠানিক চার্জশিট দাখিল করা হয়। অভিযোগ আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য পলাতক আসামির পাশাপাশি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহ উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ ছাড়া গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্তের অংশ হিসেবে তদন্ত কমিশনের সুপারিশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আগে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।